গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ)
পর্যটন ভবন (লেভেল ৬ ও ৭), ই-৫ সি/১, আগারগাঁও, ঢাকা - ১২০৭
www.smef.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৬.১২.০০০০.০৩৬.৪২.০০৮.২০.৯১৫

তারিখ: ০৩ ভাদ্র ১৪২৮
১৮ আগস্ট ২০২১

বিষয়: জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ এ সিএমএসএমই'র সংজ্ঞা পরিমার্জনের লক্ষ্যে মতামত প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রণয়নাধীন জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ এ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই)-এর সংজ্ঞা পরিমার্জনের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৪ জুলাই ২০২১ বুধবার ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে একটি অংশীজন সভা আয়োজন করা হয়। সভায় এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬ এ বিদ্যমান সংজ্ঞা পরিমার্জনপূর্বক জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ এ সিএমএসএমই'র সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়।

০২। উল্লিখিত অংশীজন সভার মুক্ত আলোচনা পর্বে সিএমএসএমই'র যৌক্তিক সংজ্ঞায়নের লক্ষ্যে উপস্থিত অংশীজন সুচিন্তিত সুপারিশ/মতামত প্রদান করেন। সভায় প্রাপ্ত সুপারিশ/মতামতের আলোকে সিএমএসএমই সংজ্ঞার একটি খসড়া প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত আলোচনার আলোকে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ও খসড়া প্রস্তাবনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০৩। সিএমএসএমই সংজ্ঞা অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবভিত্তিককরণের লক্ষ্যে প্রেরিত খসড়া প্রস্তাবনার ওপর তাঁর সুচিন্তিত মতামত ৩১ আগস্ট ২০২১ এর মধ্যে প্রদানের [mail to mousumi.roy@smef.gov.bd; cc to mainul.islam@smef.gov.bd] জন্য সবিশেষ অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, অংশীজন থেকে মতামত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে আরও একটি অংশীজন সভায় পর্যালোচনাক্রমে চূড়ান্ত প্রস্তাবনা তৈরি করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

সংযুক্তি: অংশীজন সভার প্রতিবেদন ও খসড়া প্রস্তাবনা।

১৮/০৮/২০২১

(ড. মোঃ মফিজুর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ই-মেইল: md@smef.gov.bd

বিতরণ: কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. জনাব অরিজিৎ চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
২. বেগম মোহসিনা ইয়াসমিন, নির্বাহী সদস্য (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৩. জনাব মোঃ মোশতাক হাসান, এনডিসি, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)।
৪. জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনিক্যাল এসিসটেন্স সেন্টার (বিটাক)।
৫. জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার, রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত সচিব), পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর।
৭. জনাব শেখ শোয়েবুল আলম এনডিসি, রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত সচিব), যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়।
৮. অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)।
৯. জনাব মাহবুবুর রহমান, মহাপরিচালক-১, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।
১০. জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম এনডিসি, নির্বাহী পরিচালক, জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)।
১১. ড. নাজনীন আহমেদ, কান্ট্রি ইকোনোমিস্ট (বাংলাদেশ), ইউএনডিপি, ঢাকা।
১২. জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান, যুগ্মসচিব (বাজেট-৭), অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
১৩. মিজ হুসনে আরা শিখা, মহাব্যবস্থাপক (এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট), বাংলাদেশ ব্যাংক।
১৪. জনাব শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী, সদস্য (বা.নী.), বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।
১৫. জনাব মোঃ আক্তারুজ্জামান, যুগ্ম সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
১৬. জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস, যুগ্মসচিব (যুব), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
১৭. জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, যুগ্মসচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৮. ড. মঞ্জুর হোসেন, গবেষণা পরিচালক, বিআইডিএস।
১৯. জনাব কাজী ফরিদ উদ্দিন, প্রথম সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
২০. জনাব লিজেন শাহ নঈম, উপপরিচালক, বিবিএস।

বিতরণ: কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

২১. জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন, সভাপতি এফবিসিসিআই।
২২. জনাব সেলিম রেজা ফরহাদ হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্র্যাক ব্যাংক লি.।
২৩. মিসেস মনোয়ারা হাকিম আলী, সভাপতি, চট্টগ্রাম উইম্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ।
২৪. জনাব মির্জা নুরুল গণী শোভন, সভাপতি, ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাষ্ট্রিজ বাংলাদেশ (নাসিব)।
২৫. জনাব মো: আবদুর রাজ্জাক, সভাপতি, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি।
২৬. জনাব শাহেদুল ইসলাম হেলাল, বেঙ্গল ব্রেইডেড রাগস্ লিঃ।
২৭. জনাব এনায়েত হোসেন চৌধুরী, স্বত্বাধিকারী, গ্লোরিয়া ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি।
২৮. জনাব মোঃ রাশেদুল করীম মুন্না, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্রিয়েশন প্রাইভেট লি.।
২৯. জনাব রিজওয়ান রাহমান, সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি।
৩০. মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিজনেস ইনিসিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট।
৩১. মিসেস নাদিয়া বিনতে আমিন, প্রেসিডেন্ট, উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার্স নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (ওয়েন্ড)।
৩২. জনাব শামীম আহমেদ, প্রেসিডেন্ট, বিপিজিএমইএ।
৩৩. জনাব আলমাস কবির, সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফ্টওয়ার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস।
৩৪. জনাব আনোয়ার ফারুখ চৌধুরী, প্রধান কার্যালয়, ডাচ বাংলা ব্যাংক লি.।
৩৫. জনাব গোলাম আহসান, সভাপতি, বাংলাদেশ হ্যান্ডিক্রাফ্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বাংলাক্রাফ্ট)।
৩৬. জনাব গাজী তৌহিদুর রহমান, স্বত্বাধিকারী, এফএম প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
৩৭. জনাব এস.এম. সালাউদ্দিন, প্রেসিডেন্ট, বিপিসিটিএমএ।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

১. জনাব কাজী সাখাওয়াত হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, বিসিক, এসএমই ও বিটাক অনুবিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়।
২. জনাব মোঃ সলিম উল্লাহ, সিনিয়র সহকারী সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।
৩. জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী সচিব (এসএমই ও বিটাক), শিল্প মন্ত্রণালয়।

অংশীজন সভায় প্রাপ্ত সুপারিশ/মতামতের আলোকে
জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১ এর জন্য প্রস্তাবিত সিএমএসএমই সংজ্ঞা

ক্রম	** শিল্পের ধরণ		স্থায়ী সম্পদ (জমি ও ভবন ব্যতীত প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য)	বার্ষিক টার্নওভার	জনবল
১.	মাইক্রো শিল্প	* কুটির শিল্প	সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ	-	সর্বোচ্চ ১৫ জন
		ম্যানুফ্যাকচারিং	সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ	সর্বোচ্চ ১ কোটি	সর্বোচ্চ ২৫ জন
		সেবা	সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ		সর্বোচ্চ ১৫ জন
		ট্রেডিং	সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ		সর্বোচ্চ ১০ জন
২.	ক্ষুদ্র শিল্প	ম্যানুফ্যাকচারিং	৫০ লক্ষের অধিক - অনধিক ১০ কোটি	অধিক ১ কোটি - অনধিক ১৫ কোটি	২৬-১০০ জন
		সেবা	১০ লক্ষের অধিক - অনধিক ১.৫ কোটি		১৬-৫০ জন
		ট্রেডিং	১৫ লক্ষের অধিক - অনধিক ২ কোটি		১১-৩০ জন
৩.	মাঝারি শিল্প	ম্যানুফ্যাকচারিং	১০ কোটির অধিক - অনধিক ৩০ কোটি	অধিক ১৫ কোটি - অনধিক ৫০ কোটি	১০১-২৫০ জন
		সেবা	১.৫ কোটির অধিক - অনধিক ১০ কোটি		৫১-১২০ জন
		ট্রেডিং	২ কোটির অধিক - অনধিক ১৫ কোটি		৩১-১০০ জন
৪.	বৃহৎ শিল্প	ম্যানুফ্যাকচারিং	৩০ কোটির অধিক	৫০ কোটির অধিক	২৫০ জন এর অধিক
		সেবা	১০ কোটির অধিক		১২০ জন এর অধিক
		ট্রেডিং	১৫ কোটির অধিক		১০০ জন এর অধিক

* সাধারণত সবধরণের কুটির শিল্প মাইক্রো শিল্পের আওতাভুক্ত হবে। পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্যভুক্ত যেসব মাইক্রো শিল্পের জমি ও কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ অনধিক ১০ লক্ষ টাকা এবং পারিবারিক সদস্যসহ কর্মরত জনবল সর্বোচ্চ ১৫ জন সেসব মাইক্রো শিল্প কুটির শিল্প হিসেবে গন্য হবে।

** কোন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদ, বার্ষিক টার্নওভার ও কর্মরত জনবল এই তিনটি মানদণ্ডের যেটি সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করবে সেটির ভিত্তিতে শিল্পের ধরণ বিবেচনা করা হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন
পর্যটন ভবন (লেভেল ৬ ও ৭), ই-৫ সি/১, আগারগাঁও, ঢাকা - ১২০৭
www.smef.gov.bd

প্রণয়নাধীন জাতীয় শিল্পনীতিতে সিএমএসএমই'র সংজ্ঞা পরিমার্জনের লক্ষ্যে আয়োজিত অংশীজন সভার প্রতিবেদন

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণয়নাধীন জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ এ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই)-এর সংজ্ঞা পরিমার্জনের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৪ জুলাই ২০২১ ভার্চ্যুয়াল প্ল্যাটফর্মে একটি অংশীজন সভা আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশন এর চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মূল আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করেন এসএমই ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক প্রতিনিধি, এসএমই অ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেডবডিজ প্রতিনিধি, গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিনিধি, এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদ সদস্য এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের উর্ধতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সভার কার্যক্রম ফেসবুক লাইভেও সম্প্রচার করা হয়।

০২। জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬ এর ক্ষেত্রে জনবল সংখ্যা ও বিনিয়োগ সীমা জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ এর তুলনায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করায় বৃহৎ আকারের অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান এসএমই'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রদত্ত এমএসএমই খাতের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। এটি নীতি নির্ধারকদের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগীদের এমএসএমই খাতে সহায়তা এবং গুরুত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এছাড়া প্রকৃত এমএসএমইদের সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন সেবা ও আর্থিক প্রণোদনা পেতে চ্যালেঞ্জ'র সম্মুখীন হতে হচ্ছে। 'জনবল' ও 'বিনিয়োগের পরিমাণ' এই দুটি মানদন্ডের ভিত্তিতে শিল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হলেও জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬-তে গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড 'বার্ষিক বিক্রয় টার্নওভার' এর ভিত্তিতে শিল্পের সংজ্ঞায়ন করা হয়নি। এছাড়া, জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬-এ ট্রেডিংকে শিল্পের সংজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ট্রেডিং খাতের কোন সংজ্ঞা প্রদান না করলেও দেশের অধিকাংশ উদ্যোক্তা এ খাতের আওতাভুক্ত। এমএসএমই তৈরিকৃত পণ্য বিপণনের একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবসা খাত ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন ও সেবামূলক খাতের সাথে ব্যবসা খাতের সমন্বয় সাধন এবং আর্থিক খাতে গতিশীলতা আনয়নের নিমিত্ত ব্যবসা (ট্রেডিং) খাতের সংজ্ঞাও জাতীয় শিল্পনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে।

০৩। উক্ত অংশীজন সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এসএমই খাতের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬ এ উল্লিখিত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই)-এর সংজ্ঞাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবভিত্তিক করার লক্ষ্যে জনবল সংখ্যা ও বিনিয়োগ সীমা কমিয়ে প্রণয়নাধীন জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ এ সিএমএসএমই'র সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া এসএমই খাতের গুরুত্ব, বাংলাদেশে এসএমই সংজ্ঞা প্রবর্তনে ক্রম বিবর্তন, বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান, বিভিন্ন দেশের এমএসএমই সংজ্ঞার তুলমামূলক চিত্র, বার্ষিক টার্নওভার/লেনদেনের পরিমাণ এর ভিত্তিতে সংজ্ঞায়ন, ব্যবসা খাত/ট্রেডিং সেক্টরের জন্য পৃথক সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হয়।

০৪। সভায় উপস্থাপিত প্রস্তাবনার আলোকে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সিএমএসএমই-র যৌক্তিক সংজ্ঞায়নের জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ সুচিন্তিত ও মূল্যবান সুপারিশ/মতামত প্রদান করেন। সভাপতি প্রাপ্ত সুপারিশ/ মতামতের সমন্বয়ে সিএমএসএমই'র সংজ্ঞা বিষয়ে পুনরায় সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসকারি স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণপূর্বক চূড়ান্ত প্রস্তাবনা শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে মর্মে উল্লেখ করেন।

০৫। সভায় প্রাপ্ত সুপারিশ/মতামতের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

ক্রম	মতামত প্রদানকারী (বক্তব্যের ক্রমানুসারে)	প্রস্তাব/মতামত
১.	জনাব গাজী তৌহিদুর রহমান সত্ত্বাধিকারী, এফএম প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	• কুটির শিল্পে ম্যানুফ্যাকচারিং এর পাশাপাশি সেবা ও ট্রেডিং খাত অন্তর্ভুক্ত করা। • কুটির ও মাইক্রো শিল্পের স্থায়ী সম্পদের মূল্যের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সীমা ও টার্নওভার নির্ধারণ করা।
২.	মিজ রেজবিন বেগম পিপলস ফুটওয়্যার এন্ড লেদার গুডস	• বিদ্যমান সিএমএসএমই সংজ্ঞায় জনবল সংখ্যা ও বিনিয়োগ সীমা হ্রাস করা।
৩.	জনাব সেলিম রেজা ফরহাদ হোসেন	• মুদিসহ সকল দোকানদারদের ট্রেডার হিসেবে বিবেচনা না করে সেবা খাতের আওতাভুক্ত করা।

	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্র্যাক ব্যাংক লি.	
৪.	জনাব শামীম আহমেদ প্রেসিডেন্ট, বিপিজিএমইএ	• এসএমই-র সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে জনবল, বিনিয়োগের পরিমাণ ও বার্ষিক টার্নওভার এই তিনটি মানদন্ডের মধ্যে যে কোন দুটি মানদন্ডকে বিবেচনা করা। • কটেজ শিল্পকে মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা।
৫.	জনাব আলীমুল এহছান চৌধুরী প্রেসিডেন্ট, এগ্রিকালচারাল মেশিনারী ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ	• এসএমই-র সহজ ও যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রদান করা।
৬.	মিজ হুসনে আরা শিখা মহাব্যবস্থাপক (এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট), বাংলাদেশ ব্যাংক	• বার্ষিক টার্নওভারকে এসএমই-র সংজ্ঞায় মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা না করা। • মাঝারি শিল্পের সংখ্যা কমিয়ে কিছু শিল্পকে বৃহৎ শিল্পে অন্তর্ভুক্ত করা। • শিল্পনীতিতে কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র নিয়ে একটি অধ্যায় এবং মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প নিয়ে আর একটি অধ্যায় করা। • ট্রেডিং কে অন্তর্ভুক্ত করে এসএমই-র সংজ্ঞা প্রদান করা। • এসএমই-র সংজ্ঞায় মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে লোকবল বাড়ানো। • কুটির শিল্পের সংখ্যা কমিয়ে মাইক্রো শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধির যৌক্তিতা বিশ্লেষণ করা।
৭.	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিজনেস ইনিসিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট	• কটেজ শিল্পকে মাইক্রো শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত এমএসএমই টার্ম ব্যবহার করা । • কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র নিয়ে একটি সেগমেন্ট এবং মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প নিয়ে আর একটি সেগমেন্ট করে সংজ্ঞা প্রদান করা। • সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে ইনফরমাল সেক্টরকে বিবেচনায় রাখা। • আয়করের ক্ষেত্রে বার্ষিক টার্নওভার মওকুফের বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংজ্ঞা প্রদান করা।
৮.	জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান যুগ্মসচিব (বাজেট-৭), অর্থবিভাগ	• কটেজ শিল্পকে মাইক্রো শিল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। • এসএমই-র সংজ্ঞা প্রদানে সকলের কাছ থেকে লিখিত মতামত নেয়া। • টার্নওভারকে এসএমই-র সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত না করা।
৯.	মিসেস নাদিয়া বিনতে আমিন প্রেসিডেন্ট, উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার্স নেটওয়ার্ক ফর ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (ওয়েন্ড)	• এসএমই-র সংজ্ঞাকে নারীবান্ধব করা। • এসএমই-র সংজ্ঞা প্রদানে লোকবলের চেয়ে টার্নওভারকে গুরুত্ব দেয়া।
১০.	জনাব এস.এম. সালাউদ্দিন প্রেসিডেন্ট, বিপিসিটিএমএ	• এসএমই-র সংজ্ঞায় লোকবল ও বিনিয়োগের পরিমাণ কমানো। • ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ২৫ লক্ষ থেকে ১০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে।
১১.	জনাব অরিজিৎ চৌধুরী অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	• প্রেজেন্টেশনটি এসএমই ফাউন্ডেশনের ওয়েব সাইটে দিয়ে সকলের মতামত গ্রহণ করা। • এমএফআই-গুলো কোন মানদন্ডের ভিত্তিতে ফাইনান্সিং করে সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে সেই বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা। • কটেজ শিল্পকে মাইক্রো শিল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।
১২.	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদিন এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, ঢাকা চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	• ট্রেডারদের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এসএমই-র একটি সমন্বিত সংজ্ঞা প্রণয়ন করা। • এসএমই-র সংজ্ঞায় Replacement cost without land and building এর পরিবর্তে capital investment করা। • শিল্পনীতিতে কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র নিয়ে একটি সেগমেন্ট এবং মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প নিয়ে আর একটি সেগমেন্ট করা। • কর্পোরেট ট্যাক্স দেওয়ার ক্ষেত্রে যেন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে আলাদা প্রভাব থাকে সেটি বিবেচনায় রেখে এসএমই-র সংজ্ঞা প্রদান করা।
১৩.	জনাব আনোয়ার ফারুখ চৌধুরী ডাচ বাংলা ব্যাংক লি.	• লোকাল এলাকায় প্রডাক্ট যারা ট্রেড করেন তাদের ট্রেডার না বলে অন্য কোন নামে আলাদাভাবে রাখা যায় কিনা সে বিষয়টি ভেবে দেখা।
১৪.	জনাব শাহেদুল ইসলাম হেলাল বেঙ্গাল ব্রেইডেড রাগস্ লিঃ	• সকল উদ্যোক্তার জন্য বোধগম্য এসএমই-র সহজ সংজ্ঞা প্রদান করা।
১৫.	জনাব এনায়েত হোসেন চৌধুরী	• শিল্পনীতিতে সিএমই, এসএমই ও এলই নামে মোট তিনটি সেগমেন্ট রাখা।

	স্বত্বাধিকারী, গ্লোরিয়া ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি	
১৬.	জনাব মির্জা নুরুল গণী শোভন স্বত্বাধিকারী, এমএনজি মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ	• শিল্পনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এসএমই নীতিও বিবেচনায় আনা। • এসএমই-র সংজ্ঞায় কটেজ ইন্ডস্ট্রিজকে বাদ দেয়া কতটুকু যুক্তিসংগত হবে তা বিবেচনা করা।
১৭.	জনাব মো: আবদুর রাজ্জাক সভাপতি, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি	• শিল্পনীতিতে এসএমই-র সংজ্ঞা প্রণয়নে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই এ দুটো বিষয়ের মধ্যে ডিমান্ডের উপর ভিত্তি করেই সংজ্ঞা প্রদান করা।
১৮.	জনাব কাজী সাখাওয়াত হোসেন অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	• বিনিয়োগের পরিমাণ কমানোর ক্ষেত্রে বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা করা।
১৯.	জনাব মোঃ সলিম উল্লাহ সিনিয়র সহকারী সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়	• সবকিছু বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য যথাযথ হয় এমন এসএমই-র সংজ্ঞা প্রণয়ন করা।
২০.	জনাব কাজী ফরিদ উদ্দিন প্রথম সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	• এসএমই সংজ্ঞা প্রণয়নের ক্ষেত্রে টার্নওভার বিবেচনায় রাখা। • এসএমই-র সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদানের জন্য প্রত্যেকটি স্টেকহোল্ডারের কাছ থেকে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক লিখিত মতামত গ্রহণ করা।
২১.	জনাব লিজেন শাহ নঈম উপপরিচালক, বিবিএস	• টার্নওভার ও লোকবলের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে সিএমএসএমই-র সংজ্ঞা প্রদান করা। • এক্ষেত্রে কখন কোনটিকে প্রাধান্য দেয়া হবে সে বিষয়টি সংজ্ঞায় উল্লেখ রাখা।

প্রাপ্ত সুপারিশ/মতামতের আলোকে সিএমএসএমই সংজ্ঞার প্রস্তাবনা

ক্রম	*** শিল্পের ধরণ		জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ অনুসারে		জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১ এর জন্য প্রস্তাবিত		
			* স্থায়ী সম্পদ	জনবল	* স্থায়ী সম্পদ	বার্ষিক টার্নওভার	জনবল
১.	** কুটির শিল্প		১০ লক্ষের নিচে	১৫ জনের বেশি নয়	সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ	-	সর্বোচ্চ ১৫ জন
২.	মাইক্রো শিল্প	ম্যানুফ্যাকচারিং	১০ লক্ষ থেকে ৭৫ লক্ষ	১৬-৩০ জন	সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ	সর্বোচ্চ ১ কোটি	সর্বোচ্চ ২৫ জন
		সেবা	১০ লক্ষের নিচে	১৫ জনের বেশি নয়	সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ		সর্বোচ্চ ১৫ জন
		ট্রেডিং	-	-	সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ		সর্বোচ্চ ১০ জন
৩.	ক্ষুদ্র শিল্প	ম্যানুফ্যাকচারিং	৭৫ লক্ষ থেকে ১৫ কোটি	৩১-১২০ জন	৫০ লক্ষের অধিক - অনধিক ১০ কোটি	অধিক ১ কোটি - অনধিক ১৫ কোটি	২৬-১০০ জন
		সেবা	১০ লক্ষ থেকে ২ কোটি	১৬-৫০ জন	১০ লক্ষের অধিক - অনধিক ১.৫ কোটি		১৬-৫০ জন
		ট্রেডিং	-	-	১৫ লক্ষের অধিক - অনধিক ২ কোটি		১১-৩০ জন
৪.	মাঝারি শিল্প	ম্যানুফ্যাকচারিং	১৫ কোটি থেকে ৫০ কোটি	১২১-৩০০ জন	১০ কোটির অধিক - অনধিক ৩০ কোটি	অধিক ১৫ কোটি - অনধিক ৫০ কোটি	১০১-২৫০ জন
		সেবা	২ কোটি থেকে ৩০ কোটি	৫১-১২০ জন	১.৫ কোটির অধিক - অনধিক ১০ কোটি		৫১-১২০ জন
		ট্রেডিং	-	-	২ কোটির অধিক - অনধিক ১৫ কোটি		৩১-১০০ জন
৫.	বৃহৎ শিল্প	ম্যানুফ্যাকচারিং	৫০ কোটির অধিক	৩০০ জন এর অধিক	৩০ কোটির অধিক	৫০ কোটির অধিক	২৫০ জন এর অধিক
		সেবা	৩০ কোটির অধিক	১২০ জন এর অধিক	১০ কোটির অধিক		১২০ জন এর অধিক
		ট্রেডিং	-	-	১৫ কোটির অধিক		১০০ জন এর অধিক

* জমি ও ভবন ব্যতীত প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মূল্য (টাকায়)।

** সাধারণত সবধরণের কুটির শিল্প মাইক্রো শিল্পের আওতাভুক্ত হবে। পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্যভুক্ত যেসব মাইক্রো শিল্পের জমি ও কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ অনধিক ১০ লক্ষ টাকা এবং পারিবারিক সদস্যসহ কর্মরত জনবল সর্বোচ্চ ১৫ জন সেসব মাইক্রো শিল্প কুটির শিল্প হিসেবে গন্য হবে।

*** কোন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদ, বার্ষিক টার্নওভার ও কর্মরত জনবল এই তিনটি মানদণ্ডের যেটি সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করবে সেটির ভিত্তিতে শিল্পের ধরণ বিবেচনা করা হবে।